[২০১৯] ১২ এস. সি. আর. ৮৩০
ডানকানস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
বনাম
এ. জে.অ্যাগ্রোচেম
(২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৫১২০)
০৪ঠা অক্টোবর,২০১৯
[ওরুন মিশ্রা, এম. আর. শাহ এবং বি. আর. গাভাই, বিচারপতিগন]

দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি, ২০১৬:

কার্যকরী পাওনাদার কর্তৃক কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য আবেদন - তথ্য অনুসারে, ১৪টি চা বাগান পরিচালনাকারী আপিলকারী-কার্যক্ষম দেনাদার, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার চা আইনের ১৬ঙ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ৭টি বাগানের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে - আপিলকারী উত্তরদাতা কে অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হন - উত্তরদাতা কর্তৃক সরবরাহকৃত কীটনাশকের বিরুদ্ধে কার্যকরী পাওনাদার - আপিলকারীর বিরুদ্ধে উত্তরদাতা কর্তৃক ৯ ধারার অধীনে দেউলিয়া কার্যক্রম শুরু - এনসিএলটি স্থির করেছে যে কার্যধারা রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল না কারণ প্রয়োজন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব সম্মতি ১৬ছ ধারার অধীনে প্রাপ্ত হয়নি - আপিল বিভাগে, এন.সি.এ.এল.টি.স্থির করেছে যে ধারা ৯ এর অধীনে আবেদনটি ধারা ১৬ছ এর শর্তাবলী অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি ছাড়াই বহাল রাখা যেতে পারে - আপিলের, স্থির করা হয়েছে: ধারা ১৬ ছ (১) (গ) মোটেও প্রযোজ্য হবে না, কারণ আপিলকারী-কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা চা বাগানের ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণে অব্যাহত রয়েছেন - আইবিসি-র বিধানগুলি ১৯৫৩ সালের চা আইনের উপর প্রভাব ফেলবে - ধারা ৭ বা ৯ এর অধীনে কার্যক্রম শুরু করার আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও পূর্ব সম্মতির প্রয়োজন হবে না এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এই সম্মতি ছাড়াই, কার্যকরী পাওনাদার কর্তৃক শুরু করা ৭ বা ৯ এর অধীনে দেউলিয়া কার্যক্রম বহাল রাখা সম্ভব হবে - সুতরাং, এনসিএলএটি কর্তৃক গৃহীত আদেশ বহাল রাখা হয়েছে - চা আইন, ১৯৫৩ - ধারা ১৬ ছ (১) (গ)।

জোর দেওয়া - স্থির করা হয়েছে: আইন প্রণয়নের সময় বিধিটির প্রাথমিক লক্ষ্য হল কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনা থেকে এবং অবসানের মাধ্যমে কর্পোরেট ঋণ থেকে রক্ষা করে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার পুনরুজ্জীবন এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা এবং এই ধরনের কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া একটি সময়সীমাবদ্ধ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে হবে - তাই সম্পূর্ণ "কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া" কে "সমাপ্তি প্রক্রিয়া" এর সাথে সমান করা যায় না।

আপিল খারিজ করে, আদালত

আদেশঃ ১.১): কার্যত, চা আইনের ১৬ঙ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও, আপীলকারী চা বাগানের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন। এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৬ঙ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি কেন্দ্রীয় সরকার জারি করেছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার চা বোর্ডকে সাতটি চা বাগানের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুমোদন দিয়েছিল, এই সন্তুষ্টির সাথে যে এই সাতটি চা বাগান আপিলকারী দ্বারা এমনভাবে পরিচালিত হচ্ছে যা চা শিল্প এবং জনস্বার্থের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক।তা সত্ত্বেও, অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে, একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা দ্বারা, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সাতটি চা বাগানের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ আপিলকারীর হাতে তুলে দিয়েছে, যার অব্যবস্থাপনার কারণে, এটি আপিলকারীর দ্বারা পরিচালিত চা বাগানের অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছে। যাই হোক না কেন, সত্যটি রয়ে গেছে যে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক ২৯.০৯.২০১৬ তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা/আদেশ অনুসারে, আপিলকারী-কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা সাতটি চা বাগানের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন এবং তারা চা বাগান চালাচ্ছেন।অতএব, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, এবং আরও বিশেষ করে যখন, চা আইনের ১৬ঙ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও, উত্তরদাতা -কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা চা বাগান/ইউনিটগুলির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন এবং চা বাগানগুলি এমনভাবে চালাচ্ছেন যেন ধারা ১৬ঙ -এর অধীনে তারিখের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি, চা আইনের ধারা ১৬ছ , বিশেষ করে ধারা ১৬ছ (১) (গ), আদৌ প্রযোজ্য হবে না।ধারা ১৬ছ -র ন্যায্য পাঠের ক্ষেত্রে, ধারা ১৬ছ শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে কোনও সংস্থার মালিকানাধীন চা উদ্যোগ বা চা ইউনিটের প্রকৃত পরিচালনা চা আইনের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব, কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা অনুমোদিত কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার দ্বারা প্রকৃত পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা চা আইনের ধারা ১৬ছ -র প্রয়োগের আগে অনিবার্য।অতএব, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, ধারা ১৬ছ (১) (গ) আদৌ প্রযোজ্য হবে না, কারণ আপিলকারী-কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা চা ইউনিট/উদ্যানগুলির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে অব্যাহত রয়েছেন। [অনুচ্ছেদ ৭.১] [৮৪১-এফ-এইচ; ৮৪২-এ-ই]

১.২)ধারা ১৬ছ (১) (গ) এই ধরনের কোম্পানির অবসান অথবা রিসিভার নিয়োগের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। অতএব, আই. বি. সি-র ধারা ৯-এর অধীনে কার্যধারা সীমাবদ্ধ থাকবে না এবং/অথবা কেবল রিসিভারের অবসান এবং/অথবা নিয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। কোম্পানির অবসান/অবলুপ্তি হবে শেষ উপায় এবং কেবল তখনই যখন কর্পোরেট ইনসল্‌ভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়।আইবিসি কার্যকর করার সময় আইনটির প্রাথমিক লক্ষ্য হল কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনা থেকে এবং লিকুইডেশনের মাধ্যমে কর্পোরেট ঋণ থেকে রক্ষা করে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার পুনরুজ্জীবন ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা এবং এই ধরনের কর্পোরেট ইনসল্‌ভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। অতএব, সমগ্র "কর্পোরেট ইনসল্‌ভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া" কে "কার্যধারা বন্ধ করার" সাথে তুলনা করা যায় না। অতএব, আইবিসি-র ধারা ২৩৮ বিবেচনা করা, যা চা আইন, ১৯৫৩-এর পরবর্তী আইন, প্রযোজ্য হবে এবং আইবিসি-র বিধানগুলি চা আইন, ১৯৫৩-এর উপর একটি অতিরিক্ত প্রভাব ফেলবে। অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি আইবিসি-র উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যকে হতাশ করবে।যদি আপীলকারীর পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হয় যে আই. বি. সি-র ধারা ৯-এর অধীনে কার্যধারা শুরু করার আগে, চা আইনের ধারা ১৬ছ (১) (গ)-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি পেতে হয়, সেক্ষেত্রে আই. বি. সি-র মূল উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে "কর্পোরেট ইনসল্‌ভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া" সম্পন্ন করা হতাশাজনক হবে।যোগফল এবং সার হল যে আই. বি. সি-র বিধানগুলি চা আইন, ১৯৫৩-এর উপর একটি অতিরিক্ত প্রভাব ফেলবে এবং আই. বি. সি-র ধারা ৭ বা ধারা ৯-এর অধীনে কার্যধারা শুরু করার আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও পূর্ব সম্মতির প্রয়োজন হবে না এবং এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরনের সম্মতি ব্যতীতও, পরিচালন ঋণদাতার দ্বারা শুরু করা আই. বি. সি-র ধারা ৭ বা ধারা ৯-এর অধীনে দেউলিয়া কার্যধারা বজায় রাখা হবে। সুতরাং, এন. সি. এল. এ. টি দ্বারা গৃহীত আদেশে বলা হয়েছে যে উত্তরদাতা-অপারেশন ঋণদাতার দ্বারা শুরু করা ইনসল্‌ভেন্সি অ্যান্ড থ্রি অ্যাক্করপটি কোড, ২০১৬-এর ধারা ৯-এর অধীনে দেউলিয়া পিটিশন বজায় রাখা হবে। [অনুচ্ছেদ ৭.৪, ৮] [৮৪৬-ই; ৮৪৭-এ-ডি]

ম্যাকুয়েরি ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম শিল্পী কেবল টেকনোলজিস লিমিটেড (২০১৮) ২ এস. সি. সি. ৬৭৪:। ২০১৭] ১৩ এস. সি. আর. ৭৫১; কে. কিষাণ

বনাম এম/এস বিজয় নির্মাণ কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (২০১৮) ১৭ এস. সি. সি ৬৬২: [২০১৮] ১০ এস. সি. আর ৯৫৯; সুইস রিবন প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন ২০১৯ এস. সি ৭৩৯: (২০১৯) ৪ এস. সি. সি ১৭: [২০১৯] ৩ এস. সি. আর ৫৩৫; ইনোভেটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম আই. সি. আই. সি. আই ব্যাংক [এ. আই. আর ২০১৭ এস. সি ৪০৮৪: (২০১৮) ১ এস. সি. সি ৪০৭: [২০১৭] ৮ এস. সি. আর ৩৩; পি. সি. আই. টি বনাম মনেট ইস্পাত এবং এনার্জি লিড। (২০১৮) ১৮ এস. সি. সি ৭৮৬-উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>মামলা প্রসঙ্গঃ</u>

[২০১৭] ১৩ এস. সি. আর. ৭৫১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪.৭
[২০১৮] ১০ এস. সি. আর. ৯৫৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪.৭
[২০১৯] ৩ এস. সি. আর. ৫৩৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫.২
[২০১৭] ৮ এস. সি. আর. ৩৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫.৪
[২০১৯] ৩ এস. সি. আর. ৫৩৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫.৪
(২০১৮) ১৮ এস. সি. সি. ৭৮৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫.৪

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৫১২০।

২০১৮ সালের কোম্পানি আপিল (এ.টি) (দেউলিয়া) নং ৭১০-এ নয়াদিল্লির জাতীয় কোম্পানি আপিল ট্রাইব্যুনালের ২০.০৬.২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

আপিলকারীর পক্ষে শ্যাম দিওয়ান, প্রবীণ আইনজীবী ., অতুল কুমার, আর ব্যানার্জি, উদয়াদিত্য বি., অমিত গুপ্ত, শ্রীমতী দীপালী, তরুণ গুপ্ত, আইনজীবীরা।

অমর দাভে, শ্রীমতী সোনাল শাহ, কুশাগ্র শাহ, শ্রীমতী শ্রৱতী আগরওয়াল, টি. মহীপাল, শ্রীমতী সোনাল আগরওয়াল, শ্রীমতী স্বাতী আগরওয়াল, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন

এম. আর. শাহ, বিচারপতি

১) জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল ট্রাইব্যুনাল (সংক্ষেপে "এন.সি.এল.এ.টি.") কর্তৃক প্রদত্ত ২০.০৬.২০১৯ তারিখের বিতর্কিত রায় এবং আদেশের প্রতি সংক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট বোধ করে, যার মাধ্যমে বিজ্ঞ আপিল ট্রাইব্যুনাল এখানে উত্তরদাতা র দ্বারা দায়ের করা উক্ত আপিল মঞ্জুর করেছে এবং জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা (সংক্ষেপে "এন.সি.এল.টি. ") কর্তৃক প্রদত্ত ০৫.১০.২০১৮ তারিখের আদেশ বাতিল এবং বাতিল করেছে, এই মর্মে যে দেউলিয়া এবং

দেউলিয়া বিধি, ২০১৬ (সংক্ষেপে "আই.বি.সি.") এর ধারা ৯ এর অধীনে উত্তরদাতা র আবেদন রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হবে, মূল উত্তরদাতা বর্তমান আপিলটি করেছেন।

২)সংক্ষেপে মামলার তথ্য নিম্নরূপঃ

২.১) আপীলকারী একজন কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা। এটি এমন একটি সংস্থা যা ১৪টি চা বাগানের মালিক এবং পরিচালনা করে। ১৪টি চা বাগানের মধ্যে, কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৩ সালের চা আইনের ১৬ঙ ধারার অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে ৭টি চা বাগানের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে।

২.২)যে উত্তরদাতা আপীলকারীর একজন কার্যকরী ঋণদাতা। এটি উত্তরদাতা কে কীটনাশক, কীটনাশক, ভেষজনাশক ইত্যাদি সরবরাহ করত। উত্তরদাতা-কার্যকরী ঋণদাতার মতে, ৪১,৫৫,৫০০/- টাকা উত্তরদাতা -কর্পোরেট ঋণদাতার দ্বারা উত্তরদাতা-কার্যকরী ঋণদাতার কাছে প্রদেয় এবং প্রদেয় ছিল। যে উত্তরদাতা আই. বি. সি-র ধারা ৯-এর অধীনে এন. সি. এল. টি-র সামনে উত্তরদাতা -কর্পোরেট ঋণদাতার বিরুদ্ধে কার্যধারা শুরু করেছিলেন।উত্তরদাতা -কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা আই. বি. সি-র অধীনে উত্তরদাতা -অপারেশন ঋণদাতার দ্বারা কার্যধারা শুরু করার বিরোধিতা করেছিলেন প্রধানত এবং সম্পূর্ণরূপে এই ভিত্তিতে যে, চা আইনের ১৬ছ (১) (গ) ধারার অধীনে প্রদত্ত বিধান অনুসারে, একবার কেন্দ্রীয় সরকার চা ইউনিটের পরিচালনা গ্রহণ করলে, কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি ব্যতীত রিসিভারের সমাপ্তি বা নিয়োগের কার্যধারা শুরু করা যাবে না। উত্তরদাতা -কর্পোরেট ঋণদাতার পক্ষে এটি ছিল যে, বর্তমান ক্ষেত্রে, চা আইনের ১৬ছ ধারার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন নেওয়া হয়নি বলে, আই. বি. সি-র ধারা ৯-এর অধীনে দেউলিয়া কার্যধারা রক্ষণযোগ্য হবে না।এন. সি. এল. টি-র এক আদেশে বলা হয়েছে যে, চা আইনের ১৬ছ ধারার অধীনে বিধিবদ্ধ বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমোদন না পাওয়ায় আই. বি. সি-র ৯ ধারার অধীনে কার্যধারা রক্ষণযোগ্য হবে না। এন. সি. এল. এ. টি-র কাছে একটি আপিলে অভিযুক্ত-কার্যকরী ঋণদাতার দ্বারা, বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে, এন. সি. এল. টি, কলকাতা এন. সি. এল. টি-র দ্বারা গৃহীত আদেশকে উল্টে দিয়েছে এবং বলেছে যে আই. বি. সি-র ৯ ধারার অধীনে উত্তরদাতার আবেদন সম্মতি ছাড়াই রক্ষণযোগ্য হবে, যদি কেন্দ্রীয় সরকার চা আইনের ১৬ছ ধারার শর্তাবলী মেনে চলে।বিজ্ঞ এন. সি. এল. এ. টি দ্বারা গৃহীত তারিখের বিতর্কিত রায় এবং আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে, যার ফলে আই. বি. সি-র ধারা ৯-এর অধীনে দায়ের করা দেউলিয়া পিটিশনটি রক্ষণযোগ্য হবে বলে রায় দিয়ে উত্তরদাতার আপিলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, মূল উত্তরদাতা-কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা বর্তমান বিধিবদ্ধ আপিলটি পছন্দ করেছেন।

৩)আপিলকারী-কর্পোরেট ঋণদাতার পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিওয়ান এবং উত্তরদাতা-কার্যকরী ঋণদাতার পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অমর দাভে।

৪)উত্তরদাতা -কর্পোরেট ঋণদাতার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিওয়ান ১৯৫৩ সালের চা আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির মাধ্যমে আমাদের নিয়ে গেছেন, বিশেষত ধারা ১৬। তিনি আমাদের চা আইনের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তুলে ধরেছেন।

৪.১) আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিওয়ান বলেছেন যে, চা আইনটি ভারতের চা শিল্পের নিয়ন্ত্রণ প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ আইন। ১৯৫৩ সালের চা আইনের ১৬ঘ (১) ধারায় চা ইউনিট এবং চা উদ্যোগের দায়িত্ব নেওয়ার বিধান রয়েছে, যদি কেন্দ্রীয় সরকার মনে করে যে, চা ইউনিটটি এমনভাবে পরিচালিত হচ্ছে যা চা শিল্পের জন্য বা জনস্বার্থের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক।গএটি জমা দেওয়া হয়েছে যে ধারা ১৬ঘ (৪)-এ বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগের ব্যবসা দক্ষতার সাথে পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে ধারা ১৬ঘ-র অধীনে যে কোনও বিজ্ঞপ্তি অনধিক পাঁচ বছরের জন্য কার্যকর হবে যা কেবল তখনই বাড়ানো যেতে পারে যদি কেন্দ্রীয় সরকার মনে করে যে জনস্বার্থে এটি করা সমীচীন, একবারে এক বছরের বেশি নয় এবং মোট ছয় বছরের বেশি নয়।এটি জমা দেওয়া হয় যে ধারা ১৬ঙ সাধারণ মানুষের স্বার্থে প্রয়োজন হলে চা উদ্যোগটি পুনরায় চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাকে বোঝায়। এটি জমা দেওয়া হয় যে ধারা ১৬ছ বিশেষভাবে বর্তমান আবেদনের মতো পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করে। এটি জমা দেওয়া হয় যে একটি দেউলিয়া প্রক্রিয়াও পরিসমাপ্তিতে পরিণত হয়, যদি কোনও পুনরুজ্জীবন না হয়। এটি জমা দেওয়া হয় যে যেহেতু চা আইন কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি চা বাগানের পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার অনুমতি দেয় যা সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না, তাই ধারা ১৬ছ এর অধীনে পূর্ব অনুমতি প্রযোজ্য এমন একটি বাগানের জন্য, যার পরিচালনা সরকার গ্রহণ করেছে।

৪.২) আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিওয়ান আরও বলেন যে, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে "অবসান" প্রক্রিয়ার মধ্যে আই. বি. সি-র অধীনে দেউলিয়া প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই, আই. বি. সি-র অধীনে দেউলিয়া প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবসান বা অবসানের জন্য যে কোনও প্রক্রিয়া শুরু করা কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি পাওয়ার পরেই রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হবে, যা চা আইনের ধারা ১৬ছ -এর অধীনে প্রয়োজনীয়, যা বর্তমান ক্ষেত্রে অভাব রয়েছে।

৪.৩) আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিওয়ান আরও বলেন যে, বর্তমান মামলায়, চা বোর্ডকে পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার এবং আপিলকারী-কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ৭টি চা বাগানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের জারি করা প্রজ্ঞাপনকে বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্ট বিজ্ঞপ্তি স্থগিত না করলেও, শুধুমাত্র ৭টি চা বাগানের ব্যবস্থাপনার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা করেছে এবং হাইকোর্ট উত্তরদাতা কে বিচক্ষণ ব্যবসার মতো পদ্ধতিতে বাগান চালানোর এবং শ্রমিকদের বর্তমান ও বকেয়া উভয় বকেয়া পরিশোধ করার নির্দেশ/অনুমতি দিয়েছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে শ্রমিকদের পাশাপাশি চা বাগানের অবস্থার উন্নতির জন্য অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করা হয়েছে।

৪.৪) আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিওয়ান আরও বলেন যে, ১৯৫৩ সালের চা আইনের বিধানগুলি চা কারখানাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলির পরিচালনা চা উৎপাদন ও উৎপাদনকে উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে চা পর্ষদের দ্বারা চা কারখানাগুলি থেকে চা উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ জনস্বার্থে। এটি একটি কল্যাণমূলক আইনও। চা আইন একটি কেন্দ্রীয় আইন এবং এটি কেবল সেই সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের চা বাগান বা চা ইউনিট রয়েছে।এটি জমা দেওয়া হয় যে, যদি চা আইনের বিধানগুলি প্রযোজ্য হয়, তবে চা আইনের ধারা ১৬ছ , ধারা ১৬ঞ এবং ধারা ১৬ড-এর যৌথ পাঠের পরে, আইবিসি-র ধারা ৭ বা ধারা ৯-এর অধীনে একটি আবেদন রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি ছাড়া এগিয়ে নেওয়া যাবে না।

৪.৫) আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিওয়ান আরও বলেন যে, বর্তমান মামলায় বিতর্কিত রায় ও আদেশ পাস করে বিজ্ঞ এন. সি. এল. এ. টি আই. বি. সি-র ২৩৮ ধারার উপর নির্ভর করে বলেছে যে আই. বি. সি-র চা আইনের উপর একটি প্রধান প্রভাব থাকবে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে দুটি আইনের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব থাকলে আই. বি. সি-র ২৩৮ ধারা প্রযোজ্য হবে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, বর্তমান ক্ষেত্রে, চা আইন এবং আই. বি. সি-র মধ্যে এমন কোনও দ্বন্দ্ব নেই।এটি জমা দেওয়া হয় যে যদি বিতর্কিত আদেশে বিজ্ঞ এন. সি. এল. এ. টি স্বীকৃতি দেয় এবং/অথবা অনুমোদন করে যে আই. বি. সি এবং চা আইনের বিধানগুলি একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটি জমা দেওয়া হয় যে আই. বি. সি প্রক্রিয়াটি শুরু করা যেতে পারে যদি কোনও আর্থিক ঋণদাতা বা কার্যকরী ঋণদাতার দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়। এটি দাখিল করা হয়েছে যে ধারা ৭ বা ধারা ৯ এর বিধান অনুসারে এই ধরনের কার্যক্রম শুরু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতির প্রয়োজন নাও হতে পারে,

তবে যখন চা আইনের অধীনে চা বাগানের ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়, তখন চা আইনের বিধানগুলি বিবেচনা করতে হবে যার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি প্রয়োজন। এটি জমা দেওয়া হয় যে, তাই, আইবিসি-র অধীনে দেউলিয়া সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়া বন্ধ করা হয়নি, তবে এর জন্য যা প্রয়োজন তা হল এই ধরনের দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরু করার উদ্দেশ্যে চা আইনের অধীনে একটি অতিরিক্ত অনুমতি।এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এটি যৌক্তিক হওয়া উচিত কারণ চা বাগানের পরিচালনা ইতিমধ্যে জনস্বার্থে এবং চা বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থের জন্য চা আইনের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রয়েছে।

৪.৬) আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিওয়ান আরও বলেন যে আইবিসি এবং চা আইন উভয়ই কল্যাণমূলক আইন। আইবিসি সমস্ত কর্পোরেটদের জন্য কর্পোরেট সমাধান প্রক্রিয়ার জন্য একটি সাধারণ আইন, তবে চা আইন চা বাগান রয়েছে এমন কর্পোরেটদের সুরক্ষা দেয়। চা আইনটি চা শিল্প ও চা বাগান সুরক্ষার জন্য সংসদ দ্বারা প্রণীত একটি বিশেষ আইন এবং চা বোর্ড বা কেন্দ্রীয় সরকার বা চা বাগান পরিচালনা বা শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনও ব্যক্তির দ্বারা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের বিধান রয়েছে। তাই, এর বিধানগুলি আইবিসি-র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

৪.৭)আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিওয়ান ম্যাকুয়েরি ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম শিল্পী কেবল টেকনোলজিস লিমিটেড, (২০১৮) ২ এস. সি. সি. ৬৭৪-এর মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি আই. বি. সি-র ধারা ২৩৮-এর প্রয়োগ না করার বিষয়ে কে. কিষাণ বনাম মেসার্স বিজয় নির্মাণ কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (২০১৮) ১৭ এস. সি. সি. ৬৬২-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন।উপরোক্ত জমা দেওয়া এবং এই আদালতের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, উত্তরদাতা -কর্পোরেট ঋণদাতার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিওয়ান জমা দিয়েছেন যে যেহেতু চা আইন এবং আই. বি. সি-র মধ্যে কোনও অসঙ্গতি নেই, তাই আই. বি. সি-র ২৩৮ ধারা প্রয়োগ করার কোনও সুযোগ নেই।

৪.৮) উপরোক্ত দাখিলপত্র পেশ করে এবং এই আদালতের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, বর্তমান আপিল মঞ্জুর করার এবং বিজ্ঞ এন.সি.এল.এ.টি. কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় এবং আদেশ বাতিল এবং বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে এবং এন.সি.এল.টি, কলকাতা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি পুনরুদ্ধার করার মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে,

চা আইনের ধারা ১৬ছ এর অধীনে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতির অভাবে, আই.বি.সি. এর ধারা ৯ এর অধীনে উত্তরদাতা -কার্যক্ষম পাওনাদার দ্বারা শুরু করা দেউলিয়া কার্যক্রম রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হবে না।

৫)বর্তমান আপিলের তীব্র বিরোধিতা করেছেন শ্রী অমর দাভে, যিনি উত্তরদাতা-কার্যকরী উত্তরাধিকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী।

৫.১) উত্তরদাতা -কার্যকরী ঋণদাতার পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী অমর দাভে জোরালোভাবে বলেছেন যে আইবিসি নিজেই একটি সম্পূর্ণ কোড। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে আইবিসি পুনর্গঠন এবং দেউলিয়া রেজোলিউশন সম্পর্কিত এবং এর সাথে সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির জন্য একটি সুসংহত ও সংশোধনকারী আইন। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে ২০১৬ সালে ঘোষিত বিধিটি চা আইনের মতো কর্পোরেট দেউলিয়া রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সম্মতি পাওয়ার পূর্বশর্তের ব্যবস্থা করেনি, যা ১৯৫৩ সালে প্রণীত একটি পূর্ববর্তী আইন।এটি জমা দেওয়া হয়, সুতরাং, সম্মতি অর্জনের এই ধরনের পূর্বশর্ত আমদানি করা যায় না এবং/অথবা বিধিতে পড়া যায় না যখন স্বয়ংসম্পূর্ণ কোড নিজেই এটির জন্য সরবরাহ করে না।

৫.২)আরও বলা হচ্ছে যে কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু করার আগে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আমদানি করা বিধিতের অতিরিক্ত প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী হবে, এবং সরকারের হাতগুলিকে সমাধান প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখার এবং সমাধান প্রক্রিয়া বিলম্বিত না করার স্পষ্ট আইনী উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হবে। আরও বলা হচ্ছে যে চা আইনের অধ্যায় ।।।ক পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে চা কোম্পানির পুনঃসূচনা/পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্য চা আইনের পরিকল্পনায় একটি বড় বিষয়। এটি বলা হচ্ছে যে চা আইনের ধারা ১৬খ(২), ধারা ১৬ঙ(১)(খ), ধারা ১৬।(১) এবং ধারা ১৬ট থেকে পুনঃসূচনা/পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যটি প্রতিফলিত হয়। এটি বলা হচ্ছে যে কোম্পানির পুনঃসূচনা/পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যও আই.বি.সি.-এর উদ্দেশ্য, যেমনটি আই.বি.সি.-এর প্রস্তাবনা থেকে স্পষ্ট এবং যেমনটি এই আদালত সুইস রিবন্স প্রাইভেট লিমিটেডের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করেছে। লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া [এআইআর ২০১৯ এসসি ৭৩৯: (২০১৯) ৪ এসসিসি ১৭]। তাই, দুটি আইনের মধ্যে কোনও বিরোধ দেখা দিলে, আইবিসির ধারা ২৩৮ অনুসারে আইবিসির বিধানগুলি প্রাধান্য পাবে।

৫.৩) উত্তরদাতা-পরিচালন পাওনাদারের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী ডেভ দাখিল করেছেন যে বর্তমান মামলাটি এমন নয়

যেখানে চা আইনের ধারা ১৬ছ প্রযোজ্য নয়, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার বা চা বোর্ড কর্তৃক ব্যবস্থাপনা "অধিগ্রহণ" করা হয়নি। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, "২৮.০১.২০১৬" তারিখের বিজ্ঞপ্তিটি চা আইনের ১৬ঙ (১) ধারার অধীনে জারি করা হয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, এর উপ-ধারা (২) অনুসারে, ধারা ১৬ছ -র বিধানগুলি ধারা ১৬ঙ (১)-এর অধীনে প্রদত্ত একটি অবহিত আদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে ধারা ১৬ছ (১) প্রযোজ্য হবে যখন কোনও সংস্থার মালিকানাধীন চা উদ্যোগ বা চা ইউনিটের পরিচালনা চা বোর্ড দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে।এটি জমা দেওয়া হয় যে এইভাবে চা আইনের ১৬ছ (১) ধারাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চা আইনের ১৬ঙ (১) ধারার অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করার সাথে সাথে চালু হয় না, তবে একবার কোনও সংস্থার মালিকানাধীন চা উদ্যোগ বা চা ইউনিটের পরিচালনা চা বোর্ড দ্বারা গ্রহণ করার পরে প্রযোজ্য হয়। এটি জমা দেওয়া হয় যে, বর্তমান ক্ষেত্রে, কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা গৃহীত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ অনুসারে, যেখানে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দ্বারা ২৮.০১.২০১৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তি বিরোধিতা করা হয়েছে, আপিলকারী-কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা চা ইউনিট/বাগানের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন।এটি জমা দেওয়া হয় যে তাই ধারা ১৬ঙ (১)-এর প্রয়োগ আর প্রচলিত নেই এবং ফলস্বরূপ চা আইনের ধারা ১৬ছ মোটেও প্রযোজ্য হবে না।

৫.৪) উত্তরদাতা-পরিচালন ঋণদাতার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী দাভে আরও বলেন যে, চা আইনের ধারা ১৬ছ (১) (গ) "অবসান"-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং "কর্পোরেট ইনসল্‌ভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া" শুরু করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ উভয়ই এক এবং একই প্রক্রিয়া নয়, এটি জমা দেওয়া হয় যে কোনও সংস্থার অবসানের ব্যবস্থা কোম্পানি আইনের জন্য এবং দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি জমা দেওয়া হয় যে, অন্যদিকে, কর্পোরেট ইনসল্‌ভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য দেওলিয়া এবং দেওলিয়া কোড, ২০১৬-এর ব্যবস্থা করা হয় এবং তার দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি জমা দেওয়া হয় যে এই দুটি প্রক্রিয়া একে অপরের থেকে আলাদা এবং একে অপরের সমার্থক নয়।এটি জমা দেওয়া হয় যে, অবসান সংক্রান্ত কোনও আইন প্রণয়নের জন্য সংসদের ক্ষমতা সংবিধানের সপ্তম তফসিলের কেন্দ্রীয় তালিকার ৩৩ ও ৩৪ নম্বর এন্ট্রিতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে, দেউলিয়া সম্পর্কিত কোনও আইন প্রণয়নের জন্য সংসদের ক্ষমতা সংবিধানের সপ্তম তফসিলের সমবর্তী তালিকার ৯ নম্বর এন্ট্রিতে পাওয়া যায়। এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, সুতরাং, অবসান এবং দেউলিয়া কার্যক্রম এক নয় কারণ সপ্তম তফসিলের দুটি পৃথক তালিকায় দুটি পৃথক এন্ট্রির অধীনে এগুলি উল্লেখ করা হয়েছে।

চা আইনের ১৬ছ (১) (গ) ধারা, যা বাধ্যতামূলক করে যে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি ব্যতীত চা বোর্ড কর্তৃক অধিগ্রহণ করা কোনও সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও আদালতে কোনও অবসান প্রক্রিয়া চলতে পারে না, তার অর্থ এই নয় যে এই ধারাটি চা বোর্ড কর্তৃক অধিগ্রহণ করা কোনও সংস্থার বিরুদ্ধে কর্পোরেট দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য কোনও কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে শিক্ষিত এন. সি. এল. এ. টি সঠিকভাবে বলেছে যে ধারা ১৬ছ (১) (গ) অবসানের সাথে সম্পর্কিত এবং অন্যদিকে, আই. বি. সি-র ধারা ৯টি অবসানের জন্য কোনও প্রক্রিয়া নয়, বরং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে তার নিজস্ব পরিচালনা থেকে এবং অবসানের মাধ্যমে কর্পোরেট ঋণ থেকে রক্ষা করে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার পুনরুজ্জীবন ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য "কর্পোরেট ইনসল্‌ভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া" শুরু করার জন্য। তাঁর উপরের জমা দেওয়ার সমর্থনে, উত্তরদাতা-অপারেশনাল ঋণদাতার পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী ডেভ, ইনোভেন্টিভ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের এই আদালতের সিদ্ধান্তের ব্যাপক জবাব দিয়েছেন। "আই. সি. আই. সি. আই. ব্যাঙ্ক [১৬,৫১ এবং ৫৬ (২০১৮) অনুচ্ছেদে এ এ. আই. সি. সি. আই. ব্যাঙ্ক [এ. আই. সি. আই. সি. আই. ২০১৭ এস. সি ৪০৮৪], সুইস রিবন প্রাইভেট লিমিটেড।[এ. আই. আর ২০১৯ এস. সি ৭৩৯ অনুচ্ছেদ ১০ থেকে ১২ঃ (২০১৯) ৪ এস. সি. সি ১৭] এবং পি. সি. আই. টি বনাম মনেট ইস্পাত অ্যান্ড এনার্জি লিমিটেড (২০১৮) ১৮ এস. সি. সি ৭৮৬-এর একটি সিদ্ধান্ত। উপরোক্ত জমা দেওয়া এবং এই আদালতের উপরের সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করে, বর্তমান আবেদনটি খারিজ করার এবং বিজ্ঞ এন. সি. এল. এ. টি দ্বারা গৃহীত বিতর্কিত রায় এবং আদেশ নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৬)এই বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য আদালতকে যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করা হয়েছে তা হল, আই. বি. সি-র ৯ নম্বর ধারার অধীনে কার্যধারা শুরু করার আগে, চা আইন, ১৯৫৩-এর ১৬ছ (১) (গ) ধারার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি প্রয়োজন কিনা এবং/অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরনের কোনও সম্মতির কারণে আই. বি. সি-র ৯ নম্বর ধারার অধীনে উত্তরদাতা-কার্যকরী ঋণদাতার দ্বারা শুরু করা কার্যধারা রক্ষণযোগ্য হবে কি না?

৭) চা আইনের ১৬ছ ধারা নিম্নরূপঃ

"১৬ছ) ১৯৫৬ সালের ১ নং আইনের প্রয়োগ-(১) যেখানে কোনও সংস্থার মালিকানাধীন কোনও চা উদ্যোগ বা চা ইউনিটের পরিচালনা এই আইনের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে, তখন উক্ত আইনে বা সেই সংস্থার স্মারকলিপি বা সমিতির নিবন্ধে যা কিছু রয়েছে তা সত্ত্বেও -

(ক) এই ধরনের কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার বা অন্য কোনও ব্যক্তির পক্ষে কোনও ব্যক্তিকে কোম্পানির পরিচালক হিসাবে মনোনীত বা নিয়োগ করা বৈধ হবে না;

(খ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত না হলে এই ধরনের কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের বৈঠকে গৃহীত কোনও প্রস্তাব কার্যকর করা হবে না;

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি ব্যতীত, এইরূপ কোম্পানীর অবসান অথবা সে সম্পর্কে প্রাপক নিয়োগের জন্য কোন কার্যধারা কোন আদালতে থাকবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, এবং কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে যে, অন্যান্য ব্যতিক্রম, বিধিনিষেধ ও সীমাবদ্ধতা, যদি থাকে, তা সাপেক্ষে, কোম্পানি আইন, ১৯৫৬, বিজ্ঞাপিত আদেশ জারি করার আগে যেমন প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেই একই পদ্ধতিতে এই ধরনের কোম্পানির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য থাকবে।

৭.১)বর্তমান মামলায় এটা সত্য যে, চা আইনের ১৬ঙ ধারার অধীনে জারি করা ২৮.০১.২০১৬ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সাতটি চা বাগানের পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য চা বোর্ডকে অনুমোদন দিয়েছে। তবে, আপীলকারী কলকাতা হাইকোর্টে উক্ত প্রজ্ঞাপনকে বিরোধিতা জানিয়েছিলেন এবং হাইকোর্টের বিশিষ্ট একক বিচারক উক্ত আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছিলেন। তবে, একটি আপিলের মাধ্যমে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ২০.০৯.২০১৬ তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে উত্তরদাতা -কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে উক্ত চা বাগানের পরিচালনা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে।অতএব, কার্যকরভাবে, এখানে আপিলকারী ১৬ঙ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও চা বাগানের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন। এই পর্যায়ে, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে চা আইনের ১৬ঙ ধারার অধীনে ২৮.০১.২০১৬ তারিখে বিজ্ঞপ্তি কেন্দ্রীয় সরকার জারি করেছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার চা বোর্ডকে সাতটি চা বাগানের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুমোদন দিয়েছিল, এই সন্তুষ্টির সাথে যে উক্ত সাতটি চা বাগান আপিলকারী দ্বারা এমনভাবে পরিচালিত হচ্ছে যা চা শিল্প এবং জনস্বার্থের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক।একই সত্ত্বেও, অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে, একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার মাধ্যমে, কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সাতটি চা বাগানের ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ আপিলকারীর কাছে হস্তান্তর করেছে,

যার অব্যবস্থাপনার কারণে, আপিলকারীর দ্বারা পরিচালিত চা বাগানগুলির অবস্থার অবনতি ঘটেছে। যাই হোক না কেন, সত্যটি রয়ে গেছে যে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা/আদেশ অনুসারে ২৯.০৯.২০১৬, আপিলকারী-কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা সাতটি চা বাগানের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন এবং তারা চা বাগান চালাচ্ছেন।অতএব, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, এবং আরও বিশেষ করে যখন, চা আইনের ১৬ঙ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও, উত্তরদাতা -কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা চা বাগান/ইউনিটগুলির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন এবং চা বাগানগুলি এমনভাবে চালাচ্ছেন যেন ধারা ১৬ঙ -এর অধীনে তারিখের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি, চা আইনের ধারা ১৬ছ , বিশেষ করে ধারা ১৬ছ (১) (গ), আদৌ প্রযোজ্য হবে না।চা আইনের ১৬ছ ধারার ন্যায্য পাঠের ক্ষেত্রে, আমরা মনে করি যে, চা আইনের ১৬ছ ধারা শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে কোনও সংস্থার মালিকানাধীন চা উদ্যোগ বা চা ইউনিটের প্রকৃত পরিচালনা চা আইনের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার দ্বারা নেওয়া হয়েছে। অতএব, কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার দ্বারা প্রকৃত পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ চা আইনের ১৬ছ ধারা প্রযোজ্য হওয়ার আগে অনির্দিষ্ট।অতএব, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, ধারা ১৬ছ (১) (গ) মোটেও প্রযোজ্য হবে না, কারণ আপিলকারী-কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা চা ইউনিট/বাগানের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন।

৭.২)এখন, যতদূর পর্যন্ত মূল বিষয়, অর্থাৎ আই. বি. সি-র ধারা ৯-এর অধীনে কার্যধারা শুরু করার আগে, চা আইনের ধারা ১৬ছ (১) (গ)-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন কি না এবং/অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরনের কোনও সম্মতির অভাবে, আই. বি. সি-র ধারা ৯-এর অধীনে কার্যধারা রক্ষণযোগ্য হবে কি না, শুরুতেই, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আই. বি. সি নিজেই একটি সম্পূর্ণ বিধি। সুইস রিবন্স প্রাইভেট লিমিটেডের (উপরে) মামলায় এই আদালতের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে, এই আদালত আই.বি.সি.-এর উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি এবং আই.বি.সি.-এর প্রস্তাবনা বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল, যা এই আদালত ইনোভেন্টিভ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (উপরে) মামলায় তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তে উল্লেখ করেছিল, সুইস রিবন্স প্রাইভেট লিমিটেডের (উপরে) ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২৫ এবং ২৬-এ, এই আদালত আই.বি.সি.-এর উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি এবং আই.বি.সি.-এর প্রস্তাবনা উল্লেখ করেছে। অনুচ্ছেদ ২৫ এবং ২৬ নিম্নরূপ:

২৫)বিধির উদ্দেশ্য এবং কারণগুলির বিবৃতি ইনোভেন্টিভ ইন্ডাস্ট্রিজ [ইনোভেন্টিভ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম আইসিআইসিআই ব্যাংক, (২০১৮) ১ এস.সি.সি. ৪০৭ : (২০১৮) 1 এস.সি.সি. (সি.আই.ভি.) ৩৫৬] তে উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে: (এস.সি.সি. পৃষ্ঠা ৪২১-২২, অনুচ্ছেদ ১২)

"১২... বিধির উদ্দেশ্য এবং কারণের বিবৃতিটি নিম্নরূপঃ

'উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি-ভারতে এমন কোনও একক আইন নেই যা দেউলিয়া এবং দেউলিয়া নিয়ে কাজ করে। সংস্থাগুলির জন্য দেউলিয়া এবং দেউলিয়া সম্পর্কিত বিধানগুলি সিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানিজ (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৮৫, ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কারণে ঋণ পুনরুদ্ধার আইন, ১৯৯৩, আর্থিক সম্পদের সুরক্ষিতকরণ এবং পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের প্রয়োগ আইন, ২০০২ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এ পাওয়া যায়। এই আইনগুলি শিল্প ও আর্থিক পুনর্গঠন বোর্ড (বিআইএফআর), ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল (ডি. আর. টি) এবং জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল (এন. সি. এল. টি) এবং তাদের নিজ নিজ আপিল ট্রাইবুনালগুলির মতো একাধিক ফোরাম তৈরির ব্যবস্থা করে। সংস্থাগুলির লিকুইডেশন হাইকোর্ট দ্বারা পরিচালিত হয়।প্রেসিডেন্সি টাউনস ইনসল্ভেন্সি অ্যাক্ট, ১৯০৯ এবং প্রভিন্সিয়াল ইনসল্ভেন্সি অ্যাক্ট, ১৯২০-এর অধীনে ব্যক্তিগত ব্যাঙ্কক্রাপ্টি এবং ইনসল্ভেন্সি মোকাবিলা করা হয় এবং আদালত দ্বারা মোকাবিলা করা হয়। ইনসল্ভেন্সি এবং ব্যাঙ্কক্রাপ্টির জন্য বিদ্যমান কাঠামো অপর্যাপ্ত, অকার্যকর এবং সমাধানে অযথা বিলম্বের ফলস্বরূপ, প্রস্তাবিত আইনটি।

২)দেওলিয়া এবং দেওলিয়া বিধি, ২০১৫-এর উদ্দেশ্য হল কর্পোরেট ব্যক্তি, অংশীদারিত্ব সংস্থাগুলি এবং ব্যক্তিদের পুনর্গঠন ও দেউলিয়া সমাধান সম্পর্কিত আইনগুলিকে এক সময়সীমার মধ্যে সুসংহত ও সংশোধন করা, যাতে 'এই ধরনের ব্যক্তিদের সম্পদের মূল্য সর্বাধিক করা যায়,' যাতে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দেওয়া যায়, ঋণের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং সমস্ত অংশীদারদের স্বার্থের ভারসাম্য বজায় থাকে, যার মধ্যে রয়েছে সরকারি বকেয়া পরিশোধের অগ্রাধিকারের পরিবর্তন এবং দেওালিয়া এবং দেওলিয়া ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা, এবং এর সাথে সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি। দেওলিয়া এবং দেউলিয়া হওয়ার সময়োপযোগী সমাধানের জন্য একটি কার্যকর আইনি কাঠামো ক্রেডিট বাজারের বিকাশকে সমর্থন করবে এবং উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করবে।

এটি ব্যবসা করার সহজতাও উন্নত করবে এবং আরও বিনিয়োগ সহজতর করবে যা উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করবে।

৩)বিধিমালাটি এনসিএলটি এবং ডি. আর. টি-কে যথাক্রমে কর্পোরেট ব্যক্তি এবং সংস্থা এবং ব্যক্তিদের জন্য দেউলিয়া, অবলুপ্তি এবং দেউলিয়া হওয়ার সমাধানের জন্য বিচারকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে মনোনীত করার ব্যবস্থা করতে চায়। বিধিমালাটি বিচার বিভাগীয় দিক থেকে দেউলিয়া এবং দেউলিয়া প্রক্রিয়ার বাণিজ্যিক দিকগুলিকে পৃথক করে। বিধিমালাটি দেউলিয়া পেশাদার, দেউলিয়া পেশাদার সংস্থা এবং তথ্য পরিষেবাগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতীয় দেউলিয়া ও দেউলিয়া বোর্ড (বোর্ড) প্রতিষ্ঠারও ব্যবস্থা করতে চায়। বোর্ড প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বোর্ডের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবে বা বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যকারিতা প্রয়োগের জন্য কোনও আর্থিক ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রককে মনোনীত করবে। দেউলিয়া পেশাদাররা বিধিমালায় পরিকল্পিত দেউলিয়া সমাধান, অবলুপ্তি এবং দেউলিয়া প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সহায়তা করবে।তথ্য সংস্থাগুলি এই ধরনের কার্যধারাকে সহজতর করার জন্য আর্থিক তথ্য সংগ্রহ করবে, একত্রিত করবে, প্রমাণীকরণ করবে এবং প্রচার করবে। বিধিতে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ভারতের দেওলিয়া এবং দেওলিয়া ফান্ড নামে একটি তহবিল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

৪)বিধিটি ভারতীয় অংশীদারিত্ব আইন, ১৯৩২, কেন্দ্রীয় আবগারি আইন, ১৯৪৪, শুল্ক আইন, ১৯৬২, আয়কর আইন, ১৯৬১, ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কারণে ঋণ পুনরুদ্ধার আইন, ১৯৯৩, অর্থ আইন, ১৯৯৪, আর্থিক সম্পদের সুরক্ষিতকরণ ও পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের প্রয়োগ আইন, ২০০২, অসুস্থ শিল্প সংস্থাগুলি (বিশেষ বিধান) বাতিল আইন, ২০০৩, পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস অ্যাক্ট, ২০০৭, সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারিত্ব আইন, ২০০৮ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এ সংশোধনের ব্যবস্থা করতে চায়।

৫) বিধিটি উপরের উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করতে চায়।"

"২৬) বিধিতের প্রস্তাবনায় নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ

"কর্পোরেট ব্যক্তি, অংশীদারি সংস্থা এবং ব্যক্তিদের পুনর্গঠন এবং দেউলিয়া সমাধান সম্পর্কিত আইনগুলিকে একীভূত ও সংশোধন করার জন্য একটি আইন যা সময়সীমার মধ্যে এই ধরনের ব্যক্তিদের সম্পদের মূল্য সর্বাধিকীকরণ, উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা, ঋণের প্রাপ্যতা এবং

সমস্ত অংশীদারদের স্বার্থের ভারসাম্য বজায় রাখা, যার মধ্যে রয়েছে সরকারি পাওনা পরিশোধের অগ্রাধিকারের ক্রম পরিবর্তন এবং ভারতের একটি দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা, এবং এর সাথে সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির জন্য।"

৭.৩)আই. বি. সি-র উদ্দেশ্য এবং বি-র কারণগুলির বিবৃতি এবং বিধিতের প্রস্তাবনা লক্ষ্য ও বিবেচনা করার পরে, এই আদালত ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ ও স্থির করেছেঃ

২৭) যেমনটা স্পষ্ট, প্রস্তাবনাটি কোড দ্বারা কী অর্জন করতে চাওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে একটি অন্তর্দৃষ্টি দেয়। বিধিটি প্রথম এবং সর্বাগ্রে, কর্পোরেট ঋণদাতাদের পুনর্গঠন এবং দেউলিয়া সমাধানের জন্য একটি কোড। যদি না এই ধরনের পুনর্গঠন একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কার্যকর করা হয়, তবে এই ধরনের ব্যক্তিদের সম্পদের মূল্য হ্রাস পাবে। অতএব, এই ধরনের ব্যক্তিদের সম্পদের মূল্য সর্বাধিক করা যাতে তারা দক্ষতার সাথে চলমান ধারণাগুলি হিসাবে পরিচালিত হয় বিধিতের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এর ফলে, কর্পোরেট ঋণদাতার পরিচালনায় থাকা ব্যক্তিরা উদ্যোক্তাদের দ্বারা অপসারণ এবং প্রতিস্থাপিত হয়।অতএব, যখন একটি সমাধান পরিকল্পনা শুরু হয় এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে অর্থনৈতিক মূলধারায় ফিরিয়ে আনা হয়, তখন এটি তার ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়, যা ফলস্বরূপ, ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হাতে ঋণের কার্যকারিতা বাড়ায়। সর্বোপরি, শেষ পর্যন্ত, সমস্ত অংশীদারদের স্বার্থের দিকে নজর দেওয়া হয়, কারণ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা নিজেই সমাধান প্রকল্পের সুবিধাভোগী হয়ে ওঠে-শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হয়, দীর্ঘমেয়াদে ঋণদাতাদের সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয় এবং শেয়ারহোল্ডার/বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগ সর্বাধিক করতে সক্ষম হয়। একটি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সময়োপযোগী সমাধান, যা একটি কার্যকর আইনি কাঠামো দ্বারা, ক্রেডিট বাজারের বিকাশকে সমর্থন করার জন্য পথে যাবে।যেহেতু অর্থনীতিতে ফিরে আসা তহবিল দিয়ে আরও বিনিয়োগ করা যেতে পারে, তাই ব্যবসা সহজতর হয়, যা সামগ্রিকভাবে ভারতীয় অর্থনীতির উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করে। 'লক্ষণীয় আকর্ষণীয় বিষয় হল যে প্রস্তাবনায় কোনও' পদ্ধতিতে 'লিকুইডেশনের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যা কেবলমাত্র শেষ অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করা হয় যদি কোনও সমাধান পরিকল্পনা না থাকে বা জমা দেওয়া সমাধান পরিকল্পনাগুলি যথাযথ না হয়। এমনকি লিকুইডেশনেও, লিকুইডেটর কর্পোরেট ঋণদাতার ব্যবসাটি একটি চলমান উদ্বেগ হিসাবে বিক্রি করতে পারে। (দেখুন আর্সেলর মিত্তল [আর্সেলর মিত্তল (ভারত) (পি) লিমিটেড বনাম সতীশ কুমার গুপ্তা, (২০১৯) ২ এসসিসি ১] অনুচ্ছেদ ৮৩, এফ.এন. ৩)।

২৮) এইভাবে দেখা যায় যে, এই আইনের প্রাথমিক লক্ষ্য হল কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনা থেকে এবং লিকুইডেশনের মাধ্যমে কর্পোরেট মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার পুনরুজ্জীবন ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা। এই আইনটি একটি উপকারী আইন যা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে তার পায়ে ফিরিয়ে দেয়, ঋণদাতাদের জন্য নিছক পুনরুদ্ধারের আইন নয়। তাই কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার স্বার্থকে তার প্রবর্তক/যারা পরিচালনায় রয়েছে তাদের থেকে বিভক্ত ও পৃথক করা হয়েছে। সুতরাং, সমাধান প্রক্রিয়াটি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার পক্ষে প্রতিকূল নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে, তার স্বার্থের সুরক্ষামূলক।ধারা ১৪ দ্বারা আরোপিত স্থগিতাদেশ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার স্বার্থে, যার ফলে সমাধান প্রক্রিয়া চলাকালীন কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পদ সংরক্ষণ করা হয়। যে সময়সীমার মধ্যে সমাধান প্রক্রিয়াটি আবার অনুষ্ঠিত হবে তা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পদকে আরও দুর্বল হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং তার সমস্ত ঋণদাতা এবং শ্রমিকদেরও সুরক্ষা দেয় যাতে সমাধান প্রক্রিয়াটি যত দ্রুত সম্ভব হয় যাতে অন্য 'ব্যবস্থাপনা তার উদ্যোক্তা দক্ষতার মাধ্যমে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে এই সমস্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পুনরুজ্জীবিত করতে পারে।

ধারা ১৬জি(১)(গ) বলতে এই ধরণের কোম্পানির অবসান বা রিসিভার নিয়োগের প্রক্রিয়া বোঝায়।অতএব, আইবিসির ধারা ৯ এর অধীনে কার্যক্রম কেবল রিসিভার নিয়োগ এবং/অথবা অবসানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। কোম্পানির অবসান/লিকুইডেশন হবে শেষ অবলম্বন এবং কেবলমাত্র কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে। সুইস রিবনস প্রাইভেট লিমিটেড (উপরে) -এ এই আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুসারে, আইবিসি প্রণয়নের সময় আইনটির প্রাথমিক লক্ষ্য হল কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং অবসানের মাধ্যমে কর্পোরেট ঋণ থেকে রক্ষা করে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার পুনরুজ্জীবন এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা এবং এই ধরনের কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। অতএব, সমগ্র "কর্পোরেট ইনসল্‌ভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া" কে "কার্যধারা সমাপ্তির" সাথে তুলনা করা যায় না। এখানে, আই. বি. সি-র ধারা ২৩৮ বিবেচনা করে, যা চা আইন, ১৯৫৩-এর পরবর্তী আইন, প্রযোজ্য হবে এবং আই. বি. সি-র বিধানগুলি চা আইন, ১৯৫৩-এর উপর একটি ওভার-রাইডিং প্রভাব ফেলবে। অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি আই. বি. সি-র উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যকে হতাশ করবে।যদি আপিলকারীর পক্ষ থেকে এই দাখিল করা হয় যে আই.বি.সি.-এর ধারা ৯-এর অধীনে মামলা শুরু করার আগে,

চা আইনের ধারা ১৬ছ(১)(গ) এর অধীনে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি নিতে হয়, তাহলে আই.বি.সি.-এর মূল উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য, অর্থাৎ, সময়সীমার মধ্যে "কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া" সম্পন্ন করা, ব্যর্থ হবে। উপরের আলোচনার সারমর্ম ও সারমর্ম হবে যে আইবিসি-র বিধানগুলি চা আইন, ১৯৫৩-এর উপর অতিরিক্ত প্রভাব ফেলবে এবং আইবিসি-র ধারা ৭ বা ধারা ৯-এর অধীনে কার্যধারা শুরু করার আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও পূর্ব সম্মতির প্রয়োজন হবে না এবং এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের এই সম্মতি ব্যতীতও, আইবিসি-র ধারা ৭ বা ধারা ৯-এর অধীনে পরিচালন ঋণদাতার দ্বারা শুরু করা দেউলিয়া প্রক্রিয়া বজায় রাখা হবে।

৮)উপরোক্ত বিষয়গুলি এবং উপরে উল্লিখিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান আপিলটি ব্যর্থ হয় এবং এটি খারিজ করার যোগ্য এবং সেই অনুযায়ী খারিজ করা হচ্ছে। বিজ্ঞ এন.সি.এল.এ.টি. কর্তৃক প্রদত্ত ২০.০৬.২০১৯ তারিখের বিতর্কিত রায় এবং আদেশ, যেখানে বলা হয়েছে যে, দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি, ২০১৬ এর ধারা ৯ এর অধীনে বিবাদী-কার্যক্রম পাওনাদার কর্তৃক প্রেরিত দেউলিয়া আবেদনটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হবে, এতদ্বারা নিশ্চিত করা হচ্ছে। কোনও খরচ নেই।

নিধি জৈন **আপিল খারিজ।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal